রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ৪৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২, ২০২১

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৭৩—৬৯১
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৬৭—১৪৮২
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩২১
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	৮৫—১০৪
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৩৭—১৪৫২
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১১
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বিমান অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৮ ব:/১১ অক্টোবর ২০২১ খ্রি:

নং **৩০.০০.০০০০.০১৭.৯৯.০০৫.১৯.৫৮৫**—কার্গো সেবার সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কার্গো কমপ্লেক্স ও কার্গো ভিলেজ নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট নিম্নোক্ত ভিজিল্যান্স ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা হলো;

আহ্বায়ক

১। জনাব নাফিউল হাসান, যুগ্মসচিব (বিমান/সিএ), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

২। পরিচালক (বিপণন), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড।

৩। অতিরিক্ত কমিশনার, ঢাকা কাস্টমস হাউস।

৪। জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন, সহ-সভাপতি, বিজিএমইএ।

৫। সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডস এসোসিয়েশন।

৬। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফ্রুট ভেজিট্যাবলস এন্ড এলাইড প্রডাক্টস এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন।

সদস্য-সচিব

৭। নির্বাহী পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

২। কার্যপরিধি:

উক্ত কমিটি প্রতি মাসে অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী কার্গো এলাকা পরিদর্শন করবে এবং উদ্ভূত সমস্যা নিরসণে সুপারিশমালা প্রণয়নপূর্বক এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে অবহিত করবে। কমিটি প্রয়োজনে যেকোন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
উপসচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
(উদ্ভাবনী ও বিশেষ অনুদান শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আশ্বিন ১৪২৮/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১

নং **৫৬.০০.০০০০.০৫৩.২০.০১৮.২১.১২.-২৬**—জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ থেকে বাছাইকৃত ২৬টি বাক্যের উপর দেশের খ্যাতিমান ২৬ জন লেখক ও বুদ্ধিজীবীর বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ সংকলিত করে ইতঃপূর্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক "বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: রাজনীতির মহাকাব্য" শীর্ষক একটি গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক উক্ত গ্রন্থের ইংরেজি ভার্সন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; যার একটি খসড়া পাণ্ডুলিপি এবং বাংলা ভার্সনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লিখিত মুখবন্ধের ইংরেজি অনুবাদের খসড়াও প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। **"বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: রাজনীতির মহাকাব্য"** ইংরেজি ভার্ষনের পাণ্ডুলিপি এবং এর মুখবন্ধ পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত রূপ প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বরেণ্য ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

(ক) অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সদস্যবৃন্দ

(খ) অধ্যাপক ফকরুল আলম, পরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এ্যান্ড লিবার্টি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(গ) অধ্যাপক মুনতাসির মামুন, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(ঘ) জনাব ইহসানুল করিম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব।

(ঙ) ব্যারিস্টার শাহ আলী ফরহাদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী।

(চ) জনাব অজিত কুমার সরকার, কমিউনিকেশন্স স্পেশালিস্ট, এলআইসিটি প্রকল্প, বিসিসি।

(ছ) অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি প্রমোশন ও গবেষণা অনুবিভাগ), তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

কমিটির কার্যপরিধি: **"বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: রাজনীতির মহাকাব্য"** গ্রন্থটির ইংরেজি ভার্সনের খসড়া পর্যালোচনা করে একটি চূড়ান্ত রূপ প্রদান।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাকির হোসেন বাচ্চু
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৫.০০.০০০০.০২০.০৮.০২৬.২০-৪৭৩**—সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৫৪(১) উপধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করল :

ক্রমিক নং	কমিটির গঠন	মনোনীত কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গের পদবি ও ঠিকানা	ট্রাস্টি বোর্ড অবস্থান
১.	ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান (কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান)	চেয়ারম্যান, বিআরএ।	চেয়ারম্যান
২.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।	যুগ্মসচিব (এমআরটি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
৩.	জননিরাপত্তা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।	যুগ্মসচিব (পুলিশ-২), জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য

ক্রমিক নং	কমিটির গঠন	মনোনীত কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গের পদবি ও ঠিকানা	ট্রাস্টি বোর্ড অবস্থান
৪.	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
৫.	স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
৬.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত অন্যূন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।	সদস্য
৭.	হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি	ডিআইজি হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ৩৪ শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তর, ঢাকা।	সদস্য
৮.	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১ কারওয়ান বাজার (টিসিবি ভবন-৮ম তলা), ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৯.	সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি।	খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ পরিবহন মালিক সমিতি, ইউনিক হাইটস্, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা।	সদস্য
১০.	সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহন শ্রমিক সংগঠন বা ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধি।	জনাব ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।	সদস্য
১১.	সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি	ড. তানিয়া হক, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ওমেন এন্ড জেন্ডার স্ট্যাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১২.	ট্রাস্টি বোর্ডের সচিব (কর্তৃপক্ষের সচিব)	সচিব, বিআরটিএ।	সদস্য-সচিব

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-শাখা

সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ আশ্বিন ১৪২৮/১০ অক্টোবর ২০২১

নং **৩২.০০.০০০০.০৪২.২৩.০১৫.২১.৩৬১**—বেগম রোকেয়া দিবস এর স্বর্ণপদক ক্রয়/তৈরির নিমিত্ত পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৮ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ তারিখের প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের আলোকে নির্দেশক্রমে নিম্নরূপ দরপত্র মূল্যায়ন ও ভেজালমুক্ত স্বর্ণপদক তৈরি সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটি পুনগঠন করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

আহ্বায়ক

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (শিশু ও সমন্বয়), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪. পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

৫. উপসচিব (প্রশাসন-১), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৬. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার)

৭. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার)

৮. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি

৯. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই)-এর প্রতিনিধি

১০. বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশনের প্রতিনিধি

১১. বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর প্রতিনিধি

১২. জেলা প্রশাসক, ঢাকা-এর প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

১৩. উপসচিব (শিশু ও সমন্বয়), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২। কমিটির কার্যপরিধি:

২.১ পিপিআর, ২০০৮ অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন;

২.২ টেস্টিংসহ পদক ও রেপ্লিকার মান নিশ্চিতকরণ;

২.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ তারিখের গেজেট অনুযায়ী (কপি সংযুক্ত) দায়িত্ব প্রতিপালন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হল এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা বেগম
সহকারী সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৮বঙ্গাব্দ/০৪ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৭.২২.০১৩.১৮.২৫৪**—মা ইলিশের বিচরণ ও অভিপ্রায়ন নিরাপদ রেখে প্রজননের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ইলিশের প্রবৃদ্ধি অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত এ বছর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে আগামী ৪ হতে ২৫ অক্টোবর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ (১৯ আশ্বিন হতে ০৯ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত মোট ২২ দিন "সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০" এর ধারা ৩(২) মোতাবেক বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক ইলিশসহ সকল বা যে কোন প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হলো।

জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুবোধ চন্দ্র ঢালী
যুগ্মসচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৮ আশ্বিন ১৪২৮/২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১

নং **৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০০১.২১-১৮০**—যেহেতু, জনাব শিলা রাণী দাস, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, পটুয়াখালীর বিরুদ্ধে দোকানদার মোঃ মতলেব খান (পিতা: মৃত আঃ গণি খান, সাং-বহালগাছিয়া, ডিবুয়াপুর, থানা ও জেলা-পটুয়াখালী) কর্তৃক সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), পটুয়াখালী এর নিবাসী জান্নাতুল ফেরদৌস মিম (৭)-কে চকলেট খাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ১২ নভেম্বর ২০১৮ স্কুলে যাওয়ার সময় যৌন নিপীড়নের পর সঠিক সময় ভিকটিমের চিকিৎসা নিশ্চিত না করা এবং ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়। তিনি ঘটনাটি গোপন করে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন; ভিকটিম মিম তাঁকে ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা জানালেও কেহ জিজ্ঞাসা করলে গাছ থেকে পড়ে এমন হয়েছে বলার জন্য তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছেন এবং শিশুটি ধর্ষিত হওয়ার বিষয়ে থানায় মামলা দায়েরের কোনরূপ চেষ্টা করেননি; ঘটনার দুইদিন পর সাংবাদিকসহ মানবাধিকার কর্মীরা সেখানে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে অসহযোগিতাকরত বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে মর্মে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে।

যেহেতু, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), পটুয়াখালী নিবাসীদেরকে মানসম্মত খাবার পরিবেশন করা হয় না, পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয় না, ১৬ বয়োসোর্ধ কিশোরীদের কর্মমুখী শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয় না, আন্তরিকভাবে শিশুদের তত্ত্বাবধান করা হয় না, পরীক্ষার সময় দূরবর্তী কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয় না বিধায় প্রতীয়মান হয় তিনি সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), পটুয়াখালী এর কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকি করেননি মর্মেও অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে;

যেহেতু, উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ সম্পর্কিত শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে ০৩/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজুকরত জবাব দাখিলের জন্য অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। তিনি জবাব দাখিলকরত ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীকালে তিনি জানান যে, ২৯ নভেম্বর ২০১৮ ভিকটিম জান্নাতুল ফেরদৌস মিম এর নানী মোসাঃ শাহনাজ পারভীন কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে পটুয়াখালী বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত নারী ও শিশু মামলা নম্বর-২০০/২০১৯ (জি.আর মামলা নম্বর-৬৬২/১৮ থেকে উদ্ভূত) মামলায় বিজ্ঞ আদালত তাঁকে খালাস প্রদান করে;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ও সরকার পক্ষে নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদানকৃত বক্তব্য, সরকারপক্ষে নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার বক্তব্য এবং উভয় পক্ষের দাখিলকৃত প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার

কার্যক্রম অগ্রসর হওয়ার মত উপযুক্ত ভিত্তি আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়নি;

সেহেতু, জনাব শিলা রাণী দাস, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, পটুয়াখালী-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায় হতে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং ০৩/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলা।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০০৪.২১-১৮১**—যেহেতু, জনাব শারমিন সুলতানা, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বরিশাল সদর, বরিশাল (সাবেক উপতত্ত্বাবধায়ক, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), পটুয়াখালীর এর বিরুদ্ধে দোকানদার মোঃ মতলেব খান (পিতা: মৃত আঃ গণি খান, সাং-বহালগাছিয়া, ডিবুয়াপুর, থানা ও জেলা-পটুয়াখালী) কর্তৃক সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), পটুয়াখালী এর নিবাসী জান্নাতুল ফেরদৌস মিম (৭)-কে চকলেট খাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ১২ নভেম্বর স্কুলে যাওয়ার সময় যৌন নিপীড়নের পর সঠিক সময় ভিকটিমের চিকিৎসা নিশ্চিত না করা এবং ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়। তিনি ঘটনাটি গোপন করে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন; ভিকটিম মিম তাঁকে ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা জানালেও কেহ জিজ্ঞাসা করলে গাছ থেকে পড়ে এমন হয়েছে বলার জন্য তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছেন এবং শিশুটি ধর্ষিতা হওয়ার বিষয়ে থানায় মামলা দায়েরের কোনরূপ চেষ্টা করেননি; ঘটনার দুইদিন পর সাংবাদিকসহ মানবাধিকার কর্মীরা সেখানে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে অসহযোগিতাকরত বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে মর্মে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে।

যেহেতু, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), পটুয়াখালী নিবাসীদেরকে মানসম্মত খাবার পরিবেশন করা হয় না, পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয় না, ১৬ বয়োসোর্ধ কিশোরীদের কর্মমুখী শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয় না, আন্তরিকভাবে শিশুদের তত্ত্বাবধান করা হয় না, পরীক্ষার সময় দূরবর্তী কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের পর্যপ্ত ব্যবস্থা করা হয় না বিধায় প্রতীয়মান হয় তিনি সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), পটুয়াখালী এর কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকি করেননি মর্মেও অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে;

যেহেতু, উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ সম্পর্কিত শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে ০৬/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজুকরত জবাব দাখিলের জন্য অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। তিনি জবাব দাখিলকরত ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীকালে তিনি জানান যে, ২৯ নভেম্বর ২০১৮ ভিকটিম জান্নাতুল ফেরদৌস মিম এর নানী মোসাঃ শাহনাজ পারভীন কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে পটুয়াখালী বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত নারী ও শিশু মামলা নম্বর-২০০/২০১৯ (জি.আর মামলা নম্বর-৬৬২/১৮ থেকে উদ্ভুত) মামলায় বিজ্ঞ আদালত তাঁকে খালাস প্রদান করে;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ও সরকার পক্ষে নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রাসংগিক কাজগপত্র পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদানকৃত বক্তব্য, সরকারপক্ষে নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার বক্তব্য এবং উভয় পক্ষের দাখিলকৃত প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম অগ্রসর হওয়ার মত উপযুক্ত ভিত্তি আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়নি;

সেহেতু, জনাব শারমিন সুলতানা, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বরিশাল সদর, বরিশাল (সাবেক উপতত্ত্বাবধায়ক, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), পটুয়াখালীর-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায় হতে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং ০৬/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলা।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহফুজা আখতার
সচিব।

অডিট শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪২৮/৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

নং **৪১.০০.০০০০.০২৫.৮৮.০০১.১৮.১২**—সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে পুঞ্জিভূত অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটি গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (বাজেট ও ব্যবস্থাপনা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) উপ-সচিব (প্রশাসন-২), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৩) সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্প এর প্রতিনিধি

(৪) সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি

(৫) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৬) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য-সচিব

(৭) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব(অডিট), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) অডিট অধিদপ্তর এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রকল্প পরিচালক এর সাথে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সমন্বয় সাধন;

(খ) গুরুতর আর্থিক অনিয়মের অগ্রিম অনুচ্ছেদসমূহের ওপর অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিকল্পে সুপারিশ প্রণয়ন;

(গ) অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে সরেজমিনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রকল্প পরিদর্শন;

(ঘ) সময়মত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের অগ্রিম অনুচ্ছেদসমূহের অডিট আপত্তির জবাব প্রেরণ না করার জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে সনাক্তকরণ ও তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) ত্রি-পক্ষীয় সভা আহ্বান;

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ইয়াসমিন আক্তার
উপসচিব (অডিট)।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ আশ্বিন ১৪২৮/০৫ অক্টোবর ২০২১

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৮.০০১.১৯.২০৯২**—ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাদারীপুর ও ফরিদপুর জেলা পরিষদের সাধারণ ওয়ার্ডের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে;

ক্রমিক	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র দাখিলের তারিখ
১.	জনাব ফারুকুজ্জামান ফারুক, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০২, জেলা পরিষদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০৩ অক্টোবর ২০২১
২.	জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, সদস্য, ওয়ার্ড নং-১২, জেলা পরিষদ, মাদারীপুর	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১
৩.	জনাব কাজী গোলাম রব্বানী, সদস্য, ওয়ার্ড নং-১৫, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১
৪.	জনাব মোঃ কামাল হোসেন সদস্য, ওয়ার্ড নং-১১ জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১
৫.	জনাব খোন্দকার জাকির হোসেন (নিলু) সদস্য ওয়ার্ড নং-১০ জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১
৬.	জনাব আঃ রব মোল্যা, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৯ জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১
৭.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৭ জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

২। এমতাবস্থায়, জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১)(গ) অনুযায়ী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদের ০২নং ওয়ার্ড, মাদারীপুর জেলা পরিষদের ১২নং ওয়ার্ড এবং ফরিদপুর জেলা পরিষদের ৭,৯,১০,১১, ও ১৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য পদসমূহ এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ তানভীর আজম ছিদ্দিকী
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ৪ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-১৬২/৯১-১৯৭**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন, জন্ম তারিখ: ০৪-০২-

১৯৮৮ খ্রিঃ, পিতা-মোহাম্মদ মুছা, মাতা-হাছিনা বেগম, গ্রাম-দক্ষিণ ধর্মপুর, ওয়ার্ড নং-০৯, ডাকঘর-আজাদী বাজার, উপজেলা-ফটিকছড়ি, জেলা-চট্টগ্রাম)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার ১৮ নং ধর্মপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ারুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
পলিসি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আষাঢ় ১৪২৮/১৬ জুন ২০২১

নং ৫৬.০০.০০০০.০২৯.২২.০০২.১৯.১২৪—তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো এবং স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২১' অনুমোদন করেছে। সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে এটি প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাকির হোসেন বাচ্চু
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২১

১. পটভূমি:

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে স্বীকৃতি পায় এবং ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)-এর সদস্যপদ লাভ করে। জাতির পিতার দিক নির্দেশনায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় প্রথম উপগ্রহ-ভূ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে অনগ্রসর এলাকায় সরকারি সেবা ও সুবিধা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল-সার্ভিসের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা মূলতঃ আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন মহাযজ্ঞের নেতৃত্ব প্রদানকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা 'আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ' জনাব সজীব ওয়াজেদ এঁর পরামর্শে ৪টি মূল স্তম্ভের ভিত্তিতে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল সরকার, নাগরিকদের ডিজিটাল সেবা প্রদান, আইসিটিভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং আইসিটিভিত্তিক শিল্পের বিকাশ- এসকল ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আইসিটি বিভাগ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ, আউটসোর্সিং খাতে দেশের সক্ষমতা বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরা, দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি (Knowledge Based Economy)-তে রূপান্তরের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ ও আওতাধীন সংস্থাসমূহ দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতেও সক্ষম হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেন। বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের সারিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে রূপকল্প-২০২১ ঘোষণার সেই সময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণা স্মরণীয় করে রাখতে সরকার ১২ ডিসেম্বরকে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস' হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তীতে সরকার ১২ ডিসেম্বরকে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস' এর পরিবর্তে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতি বছর ১২ ডিসেম্বর তারিখে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী পালনের পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো এবং স্বীকৃতি প্রদানের জন্য '**ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২১**' প্রণয়ন করা হলো।

২. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও সংজ্ঞা:

২.১: **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :** এ নীতিমালা **ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২১** নামে অভিহিত হবে।

২.২: **প্রবর্তন :** এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২.৩: **সংজ্ঞা:**

(১) '**ব্যক্তি**' বলতে সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোনো পর্যায়ের কর্মচারী/ব্যক্তি বুঝাবে;

(২) 'দল' বলতে সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোনো পর্যায়ের একাধিক কর্মচারী/ব্যক্তির সমষ্টিকে বুঝাবে;

(৩) '**প্রতিষ্ঠান**' বলতে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে; এবং

(৪) '**সচিব**' বলতে সিনিয়র সচিব ও সচিব বুঝাবে।

৩. উদ্দেশ্য:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো এবং স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা।

৪. পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে পুরস্কার প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করা হবে:

৪.১. **সাধারণ:**

৪.১.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন;

৪.১.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান;

৪.১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান;

৪.১.৪ কেন্দ্রীয়/মাঠ পর্যায়ে/বাংলাদেশ মিশনে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন; এবং

৪.১.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন।

৪.২ **কারিগরি:**

৪.২.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়ার/হার্ডওয়ার/নেটওয়ার্ক উন্নয়ন;

৪.২.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের নিরাপত্তা (সাইবার নিরাপত্তা) নিশ্চিতকরণ;

৪.২.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন; এবং

৪.২.৪ বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ফ্রন্টিয়ার/ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।

৫. পুরস্কারের শ্রেণি বিভাগ:

৫.১. জাতীয় পর্যায়ে (সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬টি করে মোট- ১২টি পুরস্কার):

৫.১.১. সাধারণ ও কারিগরি পৃথক ২টি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান—এ তিনটি শ্রেণিতে ১টি করে মোট ১২টি পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৫.১.২. পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ, নগদ অর্থ প্রদান করা হবে।

(ক) ব্যক্তিগত অবদানের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও নগদ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে।

(খ) দলগত অবদানের ক্ষেত্রে দলের সকল সদস্যকে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও জনপ্রতি নগদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা করে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে। দলের সদস্য ০৫ জনের বেশি হলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা সমভাবে বণ্টন করা হবে।

(গ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ ও ১টি ল্যাপটপ প্রদান করা হবে।

৫.২. জেলা পর্যায়ে (সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬টি করে মোট- ১২টি পুরস্কার):

৫.২.১. সাধারণ ও কারিগরি পৃথক ২টি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান—এ তিনটি শ্রেণিতে ১টি করে মোট ১২টি পুরস্কার প্রদান করা হবে (জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তরা ব্যতীত)।

৫.২.২. পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র, নগদ অর্থ প্রদান করা হবে।

(ক) ব্যক্তিগত অবদানের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও জনপ্রতি নগদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে।

(খ) দলগত অবদানের ক্ষেত্রে দলের সকল সদস্যকে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও জনপ্রতি নগদ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে সর্বোচ্চ ২,৫০,০০০/-(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। দলের সদস্য ০৫ জনের বেশি হলে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সমভাবে বন্টন করা হবে।

(গ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ ও ১টি ল্যাপটপ প্রদান করা হবে।

৬. পুরস্কার প্রদান কার্যক্রমের ব্যয়:

পুরস্কার প্রদান কার্যক্রমের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর বাজেটে বরাদ্দ নির্ধারিত থাকবে।

৭. বাস্তবায়ন সময়সূচি:

পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ক্যালেন্ডার বছরের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর) কর্মকাণ্ড বিবেচনায় নেওয়া হবে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সূচি নিম্নরূপ হবে:

মনোনয়ন আহবান	-	০৫ জুলাই-এর মধ্যে
জেলা পর্যায়ের বাছাই কমিটি ও কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির নিকট আবেদন দাখিল	-	০৫ আগস্ট-এর মধ্যে
জেলা পর্যায়ের বাছাই কমিটি ও কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক আবেদন যাচাই-বাছাই	-	৩১ আগস্ট-এর মধ্যে
কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক জেলা পর্যায়ে ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত বাছাইকৃত আবেদনসমূহ হতে পুরস্কারের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন	-	২০ সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে
সুপারিশকৃত আবেদনসমূহ 'জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র নিকট প্রেরণ	-	১০ অক্টোবর-এর মধ্যে
পুরস্কার প্রদান	-	১২ ডিসেম্বর

৮. মনোনয়ন প্রক্রিয়া:

৮.১. প্রাথমিক মনোনয়ন প্রেরণ:

৮.১.১. মনোনয়নের প্রাথমিক প্রস্তাবনা সরকারি পর্যায়ে ব্যক্তি, দল এবং প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জেলা বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তি, দল এবং প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি জেলা বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। [শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত বেসরকারি ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান মনোনয়নের প্রাথমিক প্রস্তাবনা জেলা বাছাই কমিটি, ঢাকা বা কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি-এর নিকট প্রেরণ করতে পারবে।]

৮.১.২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সরকারি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান শ্রেণির মনোনয়নের প্রাথমিক প্রস্তাবনা কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৮.১.৩. সকল মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত ছক **(সংযোজনী)** ব্যবহার করতে হবে।

৮.২ বাছাই কমিটি

৮.২.১ জেলা পর্যায়ে বাছাই কমিটি:

১.	জেলা প্রশাসক	-সভাপতি
২.	সিভিল সার্জন	-সদস্য
৩.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	-সদস্য
৪.	পুলিশ সুপার	-সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট জেলায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের (যদি থাকে)/সরকারি কলেজের আইসিটি বিষয়ক বিভাগের শিক্ষক	-সদস্য
৬.	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-সদস্য
৭.	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	-সদস্য
৮.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	-সদস্য
৯.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	-সদস্য
১০.	আইসিটি বিশেষজ্ঞ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
১১.	প্রোগ্রামার	-সদস্য
১২.	এফবিসিসিআই/চেম্বার অব কর্মাস-এর প্রতিনিধি	-সদস্য
১৩.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	-সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

(ক) জেলা বাছাই কমিটি সাধারণ ও কারিগরি পৃথক ২টি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান— এ তিনটি শ্রেণিতে ১টি করে মোট ১২টি প্রস্তাব বাছাইয়ের স্বপক্ষে কারণ লিপিবদ্ধ করে সুপারিশসহ কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

(খ) বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করবে;

(গ) প্রয়োজনে কমিটি অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারবে;

(ঘ) জেলা কমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৮.২.২. কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-সভাপতি
২.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-সদস্য
৩.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-সদস্য
৪.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	-সদস্য
৫.	সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-সদস্য
৭.	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	-সদস্য
৮.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৯.	অতিরিক্ত সচিব (অর্গানাইজেশনাল সাপোর্ট অনুবিভাগ), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি:

(ক) জাতীয় দৈনিক পত্রিকা (১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি) ও ওয়েব পোর্টালে মনোনয়ন/আবেদনপত্র আহবান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে;

(খ) যাচাই-বাছাই কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য এক বা একাধিক কারিগরি সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে;

(গ) প্রাপ্ত মনোনয়ন বাছাই করে সাধারণ ও কারিগরি পৃথক ২টি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান-এ তিনটি শ্রেণিতে ১টি করে জাতীয় পর্যায়ের মোট ১২টি প্রস্তাব এবং জেলা পর্যায়ের মোট ১২টি প্রস্তাব বাছাইয়ের স্বপক্ষে কারণ লিপিবদ্ধ করে মূল্যায়ন করবে;

(ঘ) বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করবে;

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারবে;

(চ) কমিটি আবেদন মূল্যায়নপূর্বক চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে; এবং

(ছ) কমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৮.২.৩. পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতি অনুসরণ:

জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত তালিকা বিবেচনা করে উক্ত তালিকা হতে অথবা মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনায় জাতীয় পর্যায়ে উপযুক্ত ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠানের নাম চূড়ান্তভাবে বাছাই করার পর তা অনুমোদনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করবে।

৯. বাস্তবায়ন:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২১' এর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

১০. পুরস্কার পরিকল্পনায় বিবেচ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি:

১০.১. মনোনয়ন পত্রের তথ্য অসম্পূর্ণ বা অসত্য বা অস্পষ্ট এবং নমুনা অনুযায়ী যথাযথ প্রমাণপত্র না থাকলে মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;
১০.২. এ পুরস্কার কার্যক্রমের সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে; এবং
১০.৩. কোনো শ্রেণিতে কাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্ন কোনো প্রস্তাব পাওয়া না গেলে, সেক্ষেত্রে ঐ শ্রেণিতে পুরস্কার প্রদান বিবেচনা করা হবে না।

সংযোজনী-ক

ব্যক্তির পাসপোর্ট আকারের ২টি ও স্ট্যাম্প আকারের ২টি রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কারের আবেদন ফরম (ব্যক্তির জন্য)

১। **উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার শিরোনাম:**

২। যে শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক
[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]
১. সরকারি/বেসরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী
২. অন্যান্য-

৩। **নিম্নলিখিত যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক**
[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক. **সাধারণ**
১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন;
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান;
৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান;
৪. কেন্দ্রীয় বা মাঠ পর্যায়ে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন; এবং
৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন।

খ. কারিগরি

১.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়্যার/হার্ডওয়্যার উন্নয়ন;

২.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের নিরাপত্তা (সাইবার নিরাপত্তা);

৩.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন; এবং

৪.বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।

৪। **ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য:**

৪.১ নাম.....

৪.২ পেশা : .....পদবি.....

৪.৩ শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) .....

৪.৪ ফোন: (দাপ্তরিক)..... (আবাসিক) .....

ফ্যাক্স নম্বর:.....মোবাইল:.....

ই-মেইল:.....

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:.....

৫। **যে উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার জন্য নীতিমালায় (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) বর্ণিত কোন কোন ইতিবাচক অবদান রাখছে তা উল্লেখপূর্বক তাঁর স্বপক্ষে বক্তব্য (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ):**

৬। **উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার সপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ২৫০০ শব্দ) :**

ক) প্রেক্ষাপট;

খ) উদ্দেশ্যসমূহ;

গ) বাস্তবায়নের সময়কাল;

ঘ) কার্যক্রম;

ঙ) ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ;

চ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পদক্ষেপ;

ছ) অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা;

জ) উপকারভোগী ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি;

ঝ) সম্পৃক্ততা (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ইত্যাদি);

ঞ) সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন;

ট) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান/প্রভাব;

ঠ) পরিবেশ-বান্ধব ও ব্যবহার-বান্ধব;

ড) উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য;

ঢ) প্রকল্প/উদ্যোগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থাকলে তার লিংক উল্লেখ করুন।

৭। **প্রকল্প/উদ্যোগে মনোনীত ব্যক্তির ভূমিকা/সম্পৃক্ততা (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ)**

৮। **প্রমাণকসমূহ (সংযুক্ত করতে হবে):**

ক) ওয়েব লিংক

খ) জরিপ বা গবেষণা প্রতিবেদন

গ) প্রত্যয়ন পত্র/সনদপত্র

ঘ) প্রতিবেদন

ঙ) টিভি/সংবাদপত্রের নিউজ

চ) ভিডিও/ এভি ইত্যাদি

ছ) অন্যান্য

৯। **উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। পরবর্তীতে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে এ বিষয়ে প্রচলিত বিধিবিধান মেনে চলবো।**

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:

আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা:

তারিখ:

সংযোজনী-খ

দলের পক্ষে আবেদনকারীর পাসপোর্ট আকারের ২টি ও স্ট্যাম্প আকারের ২টি রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কারের আবেদন ফরম (দলের জন্য)

১। **উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার শিরোনাম:**

২। যে শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক) সরকারি/বেসরকারি/আধা-সরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী

খ) অন্যান্য-

৩। **নিম্নলিখিত যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক**

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক. **সাধারণ**

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন;
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান;
৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান;
৪. কেন্দ্রীয় বা মাঠ পর্যায়ে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন; এবং
৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন।

খ. **কারিগরি**

১.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়্যার/হার্ডওয়্যার উন্নয়ন;
২.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের নিরাপত্তা (সাইবার নিরাপত্তা);
৩.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন; এবং
৪.বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।

৪। **দল সম্পর্কিত তথ্য (সকল সদস্যের তথ্য লিখুন):**

ক) সদস্য-১: নাম.....
পেশা : .....পদবি.....
শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) .....
ফোন: (দাপ্তরিক)..... (আবাসিক) .....
ফ্যাক্স নম্বর:.....মোবাইল:.....
ই-মেইল:.....
প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:.....

খ) সদস্য-২: নাম.....
পেশা : .....পদবি.....
শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) .....
ফোন: (দাপ্তরিক)..... (আবাসিক) .....
ফ্যাক্স নম্বর:.....মোবাইল:.....
ই-মেইল:.....
প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:.....

গ) সদস্য-৩: নাম.....
পেশা: .....পদবি.....
শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) .....
ফোন: (দাপ্তরিক)..... (আবাসিক) .....
ফ্যাক্স নম্বর:.....মোবাইল:.....
ই-মেইল:.....
প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:.....

ঘ) সদস্য-৪: নাম.....

পেশা: .....পদবি.....

শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) .....

ফোন: (দাপ্তরিক)..... (আবাসিক) .....

ফ্যাক্স নম্বর:.....মোবাইল:.....

ই-মেইল:.....

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:.....

ঙ) সদস্য-৫: নাম.....

পেশা : .....পদবি.....

শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) .....

ফোন: (দাপ্তরিক)..... (আবাসিক) .....

ফ্যাক্স নম্বর:.....মোবাইল:.....

ই-মেইল:.....

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:.....

৫। **যে উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার জন্য নীতিমালায় (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) বর্ণিত কোন কোন ইতিবাচক অবদান রাখছে তা উল্লেখপূর্বক তাঁর স্বপক্ষে বক্তব্য (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ):**

৬। উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার সপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ২৫০০ শব্দ) :

ক) প্রেক্ষাপট;

খ) উদ্দেশ্যসমূহ;

গ) বাস্তবায়নের সময়কাল;

ঘ) কার্যক্রম;

ঙ) ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ;

চ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পদক্ষেপ

ছ) অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা;

জ) উপকারভোগী/ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি

ঝ) সম্পৃক্ততা (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ইত্যাদি);

ঞ) সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন;

ট) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান/প্রভাব;

ঠ) পরিবেশ-বান্ধব ও ব্যবহার-বান্ধব;

ড) উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য;

ঢ) প্রকল্প/উদ্যোগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থাকলে তার লিংক উল্লেখ করুন।

৭। **প্রকল্প/উদ্যোগে মনোনীত দলের সদস্যদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভূমিকা/সম্পৃক্ততার ধরন (সর্বোচ্চ ৫০০ শব্দ)**

৮। **প্রমাণকসমূহ (সংযুক্ত করতে হবে):**

ক) ওয়েব লিংক

খ) জরিপ বা গবেষণা প্রতিবেদন

গ) প্রত্যয়ন পত্র/সনদপত্র

ঘ) প্রতিবেদন

ঙ) টিভি/সংবাদপত্রের নিউজ

চ) ভিডিও/এভি ইত্যাদি

ছ) অন্যান্য

৯। উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। পরবর্তীতে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে এ বিষয়ে প্রচলিত বিধিবিধান মেনে চলবো।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর (দল নেতা)

আবেদনকারীর নাম

সংযোজনী-গ

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আবেদনকারীর পাসপোর্ট আকারের ২টি ও স্ট্যাম্প আকারের ২টি রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কারের আবেদন ফরম (প্রতিষ্ঠানের জন্য)

১। **উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার শিরোনাম:**

২। যে শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক. সরকারি/বেসরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

খ. অন্যান্য-

৩। **নিম্নলিখিত যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক**
[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক. **সাধারণ**

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন;

২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান;

৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান;

৪. কেন্দ্রীয় বা মাঠ পর্যায়ে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন; এবং

৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন।

খ. **কারিগরি**

১.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়্যার/হার্ডওয়্যার উন্নয়ন;

২.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের নিরাপত্তা (সাইবার নিরাপত্তা);

৩.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন; এবং

৪.বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।

৪। **প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:**

৪.১ প্রতিষ্ঠানের নাম.....

৪.২ ঠিকানা.....

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:.....

৪.৩ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আবেদনকারীর তথ্য:

নাম.....

পেশা..... পদবি .....

ঠিকানা .....

ফোন: (দাপ্তরিক)..... মোবাইল:.....

ই-মেইল:.....

৫। যে উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার জন্য নীতিমালায় (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) বর্ণিত কোন কোন ইতিবাচক অবদান রাখছে তা উল্লেখপূর্বক তাঁর স্বপক্ষে বক্তব্য (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ):

৬। উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার সপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়-সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ২৫০০ শব্দ) :

ক) প্রেক্ষাপট;

খ) উদ্দেশ্যসমূহ;

গ) বাস্তবায়নের সময়কাল;

ঘ) কার্যক্রম;

ঙ) ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ;

চ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পদক্ষেপ;

ছ) অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা;

জ) উপকারভোগী/কর্মসংস্থানের সৃষ্টি/মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

ঝ) সম্পৃক্ততা (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ইত্যাদি);

ঞ) সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন;

ট) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও আইটি শিল্প বিকাশে অবদান/প্রভাব;

ঠ) পরিবেশ-বান্ধব ও ব্যবহার-বান্ধব;

ড) উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য;

ঢ) প্রতিষ্ঠানের নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ;

ণ) প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিট আছে কিনা?

ত) বিশেষভাবে সক্ষম জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ;

থ) প্রকল্প/উদ্যোগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থাকলে তার লিংক উল্লেখ করুন।

৭। প্রকল্প/উদ্যোগ মনোনীত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা/সম্পৃক্ততা (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ)

৮। প্রমাণকসমূহ (সংযুক্ত করতে হবে):

ক) ওয়েব লিংক

খ) জরিপ বা গবেষণা প্রতিবেদন

গ) প্রত্যয়ন পত্র/ সনদপত্র

ঘ) প্রতিবেদন

ঙ) টিভি/সংবাদপত্রের নিউজ

চ) ভিডিও/ এভি ইত্যাদি

ছ) অন্যান্য

৯। উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। পরবর্তীতে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে এ বিষয়ে প্রচলিত বিধিবিধান মেনে চলবো।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর (প্রতিষ্ঠান প্রধান)
আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা
তারিখ:

সংযোজনী-ঘ

মূল্যায়ন ছক (ব্যক্তিগত পুরস্কারের জন্য)

ক্রম	নির্দেশক/পরিমাপক	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১	উদ্যোগটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫	
২	উদ্যোগটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫	
৩	যে ক্যাটাগরিতে আবেদন করা হয়েছে তার সঙ্গে উদ্যোগটির সংশ্লিষ্টতা (Relevancy)	৫	
৪	উদ্যোগটির ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৫	
৫	উদ্যোগটি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ	৫	
৬	চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ	৫	
৭	উদ্যোগটি টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ	৫	
৮	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বা বেকারত্ব নিরসনে ভূমিকা	৫	
৯	উদ্যোগটির উপকারভোগী	৪	
১০	জাতীয় আইসিটি নীতিমালার সঙ্গে উদ্যোগটির সম্পৃক্ততা	৪	
১১	ডিজিটাল বাংলাদেশে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগটির ভূমিকা	৫	
১২	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনে/পূরণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা	৫	
১৩	উদ্যোগটির অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা	৫	
১৪	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোগটির অবদান/প্রভাব	৫	
১৫	উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন/ ফলাফল	৫	
১৬	পরিবেশ-বান্ধব কিনা? (Environment friendly)	৪	
১৭	উদ্যোগটি ব্যবহার-বান্ধব (User friendly) কিনা?	৫	
১৮	উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য (Scalability/Extended) কিনা? হ্যাঁ হলে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা	৫	
১৯	দেশীয়/আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/পুরস্কার/সনদ/গবেষণাপত্র/সম্মাননা ইত্যাদি	৪	
২০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মূল্যবোধ ধারণ/প্রচার	৪	
২১	উদ্যোগটির প্রমাণক	৫	
	মোট =	**১০০**	

সংযোজনী-ঙ

মূল্যায়ন ছক (দলগত পুরস্কারের জন্য)

ক্রম	নির্দেশক/পরিমাপক	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১	উদ্যোগটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫	
২	উদ্যোগটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫	
৩	যে ক্যাটাগরিতে আবেদন করা হয়েছে তার সঙ্গে উদ্যোগটির সংশ্লিষ্টতা (Relevancy)	৫	
৪	উদ্যোগটির ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৫	
৫	উদ্যোগটি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ	৪	
৬	চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ	৪	
৭	উদ্যোগটি টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ	৫	
৮	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বা বেকারত্ব নিরসনে ভূমিকা	৪	
৯	উদ্যোগটির উপকারভোগী	৪	
১০	উদ্যোগে দলের সদস্যের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভূমিকা/সম্পৃক্ততা	৫	

ক্রম	নির্দেশক/পরিমাপক	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১১	জাতীয় আইসিটি নীতিমালার সঙ্গে উদ্যোগটির সম্পৃক্ততা	৪	
১২	ডিজিটাল বাংলাদেশে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগটির ভূমিকা	৫	
১৩	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনে/পূরণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা	৫	
১৪	উদ্যোগটির অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা	৪	
১৫	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোগটির অবদান/প্রভাব	৫	
১৬	উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন/ ফলাফল	৫	
১৭	পরিবেশ-বান্ধব কিনা? (Environment friendly)	৪	
১৮	উদ্যোগটি ব্যবহার-বান্ধব (User friendly) কিনা?	৪	
১৯	উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য (Scalability/Extended) কিনা? হ্যাঁ হলে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা	৫	
২০	দেশীয়/আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/পুরস্কার/সনদ/গবেষণাপত্র/সম্মাননা ইত্যাদি	৪	
২১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মূল্যবোধ ধারণ/প্রচার	৪	
২২	উদ্যোগটির প্রমাণক	৫	
	মোট =	**১০০**	

সংযোজনী-চ

মূল্যায়ন ছক (প্রতিষ্ঠানের পুরস্কারের জন্য)

ক্রম	নির্দেশক/পরিমাপক	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১	উদ্যোগটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪	
২	উদ্যোগটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৪	
৩	যে ক্যাটাগরিতে আবেদন করা হয়েছে তার সঙ্গে উদ্যোগটির সংশ্লিষ্টতা (Relevancy)	৪	
৪	উদ্যোগটির ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৪	
৫	উদ্যোগটি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ	৪	
৬	চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ	৪	
৭	উদ্যোগটি টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ	৪	
৮	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বা বেকারত্ব নিরসনে ভূমিকা	৪	
৯	উদ্যোগটির উপকারভোগী	৪	
১০	বিশেষভাবে সক্ষম জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ	৩	
১১	মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা	৪	
১২	প্রতিষ্ঠানের নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ	৪	
১৩	প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিট আছে কিনা?	৪	
১৪	আইটি শিল্প বিকাশে অবদান	৪	
১৫	জাতীয় আইসিটি নীতিমালার সঙ্গে উদ্যোগটির সম্পৃক্ততা	৪	
১৬	ডিজিটাল বাংলাদেশে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগটির ভূমিকা	৪	
১৭	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনে/পূরণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা	৪	
১৮	উদ্যোগটির অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা	৪	

ক্রম	নির্দেশক/পরিমাপক	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১৯	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোগটির অবদান/প্রভাব	৪	
২০	উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন/ ফলাফল	৪	
২১	পরিবেশ-বান্ধব কিনা? (Environment friendly)	৪	
২২	উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য (Scalability/Extended) কিনা? হ্যাঁ হলে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা	৪	
২৩	দেশীয়/আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/পুরস্কার/সনদ/গবেষণাপত্র/সম্মাননা ইত্যাদি	৪	
২৪	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মূল্যবোধ ধারণ/প্রচার	৪	
২৫	উদ্যোগটির প্রমাণক	৫	
	মোট =	**১০০**	